২৯-১২-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা হলে রুহানী প্রেমিক - একমাত্র প্রেমিকা - এক পরমাত্মার, তোমাদের কেবল একজনকেই অন্তর থেকে স্মরণ করতে হবে, অন্তরের ভালোবাসা এক বাবার সাথেই রাখতে হবে "

প্রশ্নঃ- মহাবীর বাচ্চাদের স্থিতি ও পুরুষার্থ কেমন হবে - তার লক্ষণ গুলি বলো ?

উত্তর :- তারা যোগের দ্বারা আত্মাকে পবিত্র অর্থাৎ সতোপ্রধান করার পুরুষার্থ করবে। তাদের অন্য কোনো কথায় আসক্তি থাকেনা। তাদের বুদ্ধিতে থাকবে যে এখন পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়ায় ট্রান্সফার হতে হবে। তারা বিনাশকে ভয় করবেনা। তাদের মনে রুহানী ভালোবাসার আগুন জ্বলবে। তারা পুরুষার্থ করতে করতে রুদ্র মালার দানা হয়ে যাবে ।

গীত : - না সে আমাদের থেকে আলাদা হবে, না আমাদের হৃদয়ে দুঃখ অনুভব হবে ....।

ওম্ শান্তি। একেই বলা হয় রুহানী প্রেম অর্থাৎ আত্মাদের (রুহানী পিতা) আত্মিক পিতার সঙ্গে প্রেম। দুনিয়া সেই রুহানী পিতাকেই স্মরণ করে যে আমাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করুন। এবারে দুঃখ মুক্ত করুন এইরূপ বলার পরে সুখ ময় করুন এরকমও বলবে। সুখ হল সত্যযুগ আদিতে সুতরাং কলিযুগের অন্তে নিশ্চয়ই দুঃখ হবে। এইসব কথা তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো। সম্পূর্ণ দুনিয়া তো জানেনা। তোমাদের মধ্যেও অনেক কম সংখ্যা আছে। কোটিতে কেউ বলা হয় কিনা।এই হল আত্মাদের পরমাত্মার সঙ্গে রুহানী ভালোবাসা । সম্পূর্ণ দুনিয়ার একমাত্র প্রিয়তমা হলেন পরমাত্মা। তিনি সকল আত্মাদের প্রিয়তম , ওঁনাকেই সবাই আহবান করে। আত্মা ছোট বড় হয়না। এখন তোমাদের প্রেম হয়েছে এক পরম পিতা পরমাত্মার সঙ্গে। একে-ই রুহানী প্রেম বলা হয়। দুনিয়ায় যে প্রেমিক প্রেমিকা থাকে তাদের মধ্যে হয় দৈহিক প্রেম। তোমাদের তো হল রুহানী প্রেম। বাবা এসে তোমাদের দুঃখ দূর করে সুখ প্রদান করেন। তোমরা কত সুখ প্রাপ্ত কর তারপরে অনেক দুঃখও ভোগ কর । বাবা বলেন -- যে বাচ্চারা , এখন আমার সঙ্গে তোমাদের ভালোবাসা আছে কেননা তোমরা জানো বাবা আমাদের সুখধামের মালিক করেন। মুক্তি ও জীবনমুক্তির দাতা হলেন তিনি। বাবা বলেন তোমরা থাকো যদিও নিজের নিজের ঘরে, যেমন দৈহিক প্রেমিক প্রেমিকারা আলাদা আলাদা নিজের ঘরে থাকে , এখানেও সেই রকম। আমি দূর দেশ থেকে আসি তোমাদের পড়াতে। তোমরা ডেকেছ হে পতিত পাবন আসুন , হে দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা এবার আসুন। বাস্তবে আমি নিজের নির্দিষ্ট সময়ে আসি। এমন নয় যে তোমাদের ডাক শুনেই চলে আসি। আমি তখন আসি যখন কলিযুগ থেকে সত্যযুগে ট্রান্সফার হতে হয় বা মানুষ থেকে দেবতায় , ভ্রষ্টাচারী থেকে শ্রেষ্ঠাচারী হতে হয়। সুতরাং এখন তোমাদের হল রুহানী বাবার সঙ্গে রুহানী প্রেম। তোমাদের হৃদয়ে রুহানী প্রেমের আগুন জ্বলছে। যেমন অজ্ঞান-কালে কাম-ক্রোধ রূপী বিকারের আগুন জ্বলে। এখন তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের প্রেম হয়েছে বাবার সঙ্গে। দুনিয়া তো কিছুই বোঝেনা। বলে দেয় পরমাত্মা হলেন সর্বব্যাপী, নাম রূপ বিহীন। এক দিকে বলে নাম রূপ বিহীন , অন্য দিকে বলে সর্ব ব্যাপী। অর্থাৎ তাতে মানুষ পশু ইত্যাদি সবাই এসে যায়।

এখন বাচ্চারা তোমরা জানো -- আত্মাদের প্রিয়তম হলেন পরমাত্মা, ওঁনার সঙ্গেই প্রীতি থাকা উচিত। এই কথা তো জানো যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসবে অনেক। বিভিন্ন রকমের বিঘ্নও আসবে। বিঘ্ন তো সবার সামনে আসে। সে কোনো নতুন কথা নয় কারণ নতুন দুনিয়ার স্থাপনার জন্যে বাবা একেবারে নতুন কথা শোনাচ্ছেন। লেখা আছে ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা করা হয়। কিন্তু স্থাপনা ও বিনাশের কথা কেউ বুঝতে পারেনা। কিসের স্থাপনা ? বলা হয় রাজস্ব অশ্বমেধ যজ্ঞের রচনা হয়। নিশ্চয়ই যজ্ঞের রচনা হয় স্বরাজ্যের জন্যে। নর থেকে নারায়ণ এবং নারী থেকে লক্ষ্মী রূপে পরিণত হতে রাজযোগ শেখানো হয়। আচ্ছা তাহলে তার রেজাল্ট কোথায় ? এই হল নতুন কথা তাই মানুষ বিভ্রান্ত হয়। গুরু বা সন্ন্যাসী জন কাউকে মুক্তি বা জীবনমুক্তি দিতে পারেন না। এইসব শুধু গল্প বলে দেয় যে অমুক পার নির্বাণ গেছে অথবা বৈকুন্ঠ বাসী হয়েছে। বাবা বুঝিয়েছেন দিলওয়ালা মন্দিরে উপরে দেখানো হয়েছে বৈকুন্ঠের চিত্র, নীচে তপস্যার। এখন তোমরা বুঝেছ যে এই ভারত বৈকুন্ঠ ছিল। কখন ছিল সেসবও তোমরা জানো। পূজারী জন কি জানে ! মানুষ কড়ি থেকে হীরে তুল্য হয়। আগে এইসব কথা খেয়ালেও ছিলনা। বাবা বলে দিয়েছেন যে পুরুষার্থ দ্বারা উচ্চ পদ মর্যাদা প্রাপ্ত হবে। শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ করলে শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হবে।তোমাদের জন্যে স্বর্গ একেবারেই দূরে নয়। যেমন স্কুলে বাচ্চারা পড়াশোনা করে পাস ক'রে এবং এক ক্লাস থেকে অন্য ক্লাসে ট্রান্সফার হয়। তোমরাও ট্রান্সফার হও পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়ায়। তোমরা জানো আমরা পুরুষার্থ করতে করতে গিয়ে প্রথমে রুদ্র মালার পুঁতি রূপে পরিণত হব। স্কুলেও পাস করে ক্রম অনুসারে গিয়ে বসে। এখানেও তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা পড়াশোনা করি তারপরে আমরা মূলবতনে অর্থাৎ পরমধামে ফিরে যাব , পরে আমরা নতুন দুনিয়ায় আসব। শেষের দিকে সবাই জানবে। শেষ সময়ে রেজাল্ট বেরোবে। যারা মহাবীর হবে তারা কোনো কথায় আসক্ত হবেনা। কারণ তারা জানে যে বিনাশ তো হবেই । ভয়ের কিছু নেই। ভূমিকম্প তো হবেই। তোমাদের তো যেতে হবে নতুন দুনিয়ায়। যেমন স্টুডেন্টরা বোঝে আমরা অন্য ক্লাসে ট্রান্সফার হব । এখন আমাদের আত্মা পড়াশোনা করছে -- পরম পিতা পরমাত্মার কাছে। তোমরা সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্ত কে জেনেছ। তোমরা তম প্রধান থেকে সত প্রধান হবে, পড়াশোনাও ফাইনাল হয়ে যাবে , তারপর আমরা পাস করে বাবার কাছে পৌঁছে যাব। এই কথা তো জানো যে কল্প পূর্বে যা হয়েছে এখনও তাই হবে। পুরুষার্থ তো বাচ্চাদের প্রতিটি বিষয়ে করতে হবে। তোমরা বাচ্চারা যোগ বলের দ্বারা নিজেকে পবিত্র করছ। যোগের দ্বারা-ই আত্মার খাদ বের হয়। আমাদের সম্পূর্ণ যোগী হতে হবে। আমরা হলাম অর্ধকল্পের প্রেমিক। এখন আমরা প্রেমিকাকে কাছে পেয়েছি। আমাদের নতুন দুনিয়ায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে যোগ্য করছেন। কর্মও করতে হবে। এই সবকিছু করতে করতে একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে -- যোগের দ্বারা আমরা নিজেদের পবিত্র করি। যোগের দ্বারা আত্মার খাদ বেরোয় , আমাদের সম্পূর্ণ যোগী হতে হবে। এর জন্যেই খুব বাহাদুরি চাই। প্রেমিক প্রেমিকা নিজের ব্যবসা ইত্যাদিও করে এবং প্রেমিকাকে স্মরণও করে। ঐ প্রেমিক প্রেমিকা বিকারের সম্পর্কে থাকেনা। তারা হয় দেহের প্রতি প্রেমিক তাই তাদের গায়ন রয়েছে। এই হল রুহানী প্রেমিক প্রেমিকা। তোমরা অর্ধকল্প আমায় পূর্ণ রূপে স্মরণ করেছ। এখন তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। মানুষ ভাবে ভগবানের দ্বারা মুক্তি প্রাপ্ত হবে। বাবা বলেন তোমাদের জন্যে মুক্তির সঙ্গে জীবনমুক্তিও যুক্ত আছে। মুক্তিতে গিয়ে জীবনমুক্তিতে নিশ্চয়ই আসবে। মায়ার বন্ধন থেকে মুক্তি হয় , তারপরে আসে সতোপ্রধান দুনিয়ায়। প্রথমে সুখ তারপরে দুঃখ এইরকমই কায়দা। সবাইকে সত, রজ , তমতে আসতেই হবে। এখন তমোপ্রধান জর্জরিভূত অবস্থা এই বৃক্ষের। এবার তার থেকেই চারা লাগাতে হবে। দৈবী বৃক্ষের চারা লাগানো হচ্ছে। তারা স্যাপলিং করে

গাছপালার। সেসবের সেরিমনি উৎসব পালন করে। তোমাদের কিরূপ সেরিমনি হবে ? তাদের হল জঙ্গলের সেরিমনি। তোমাদের হল স্বর্গের সেরিমনি। তোমরা কাঁটা কে ফুলে পরিণত কর। এই সবই হল সঙ্গমের কথা। এবারে সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। নিরন্তর স্মরণ করার চেষ্টা করতে হবে। তাতে তোমাদের অনেক লাভ হবে। শ্রেষ্ঠ বর্সা প্রাপ্ত হবে। বাবার সঙ্গে যোগ অথবা সম্পূর্ণ প্রেম থাকা প্রয়োজন। তার দ্বারা-ই বিকর্মের বিনাশ হয়। তোমাদের ভিতরে যে খাদ পড়েছে সেসব যোগের দ্বারা-ই বের হবে। সমস্ত কিছু নির্ভর করছে স্মরণের উপরে। নাহলে মায়া বিকর্ম করিয়ে দেয়। বাবা বলেন যে কিছু বিকর্ম করেছ সেসব বাবার সামনে রেখে ক্ষমা চাইতে হবে। বাবা সামনে এসেছেন তাই ক্ষমা চেয়ে নাও। তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী আছে যারা বাবাকে পূর্ণরূপে ভালোবাসে। যারা ভালোবাসে তারা বাবার পরামর্শ অনুসারে চলবে। তোমরা সবাই হলে সীতা , তোমাদের রাম হলেন একমাত্র বাবা। তোমরা তো বুঝেছ এখন অন্যদের বোঝাতে হবে। বাকি ভক্তি অর্থাৎ একরকমের দোকানদারি করা। এইসব করতে করতে মৃত্যু হবে। যুদ্ধ লাগবে, বিনাশ হবে। তখন আর কিছু করতে পারবেনা। ভক্তিমার্গ এইভাবেই শেষ হবে। এখন তোমরা বাচ্চারা বাবার কাছে বর্সা (স্বর্গের অধিকার) প্রাপ্ত করছ। বাবা বলেন বাচ্চারা ভুলে যেওনা। তোমরা হলে সবচেয়ে বেশি লাভলী অর্থাৎ প্রিয়। তোমাদেরই সবচেয়ে উঁচু পদমর্যাদা প্রাপ্ত হয়। না পড়লে পদ প্রাপ্তিও হবেনা।

বাবা বলেন রোগ ইত্যাদি যা কিছু হয় সেসব তোমাদের কর্মের হিসাব নিকাশ । তোমাদের তো পড়তে হবে ও পড়াতে হবে। এই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। তাতে ধনী , নির্ধন, প্রজা, চাকর বাকর ইত্যাদি সবাই থাকবে। যারা সম্রাট হয় তারা নিশ্চয়ই সু-কর্ম করেছে। শ্রীমৎ অনুসারে চলে তবে শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত করে, খুব দামী স্কুল । নম্বর অনুযায়ী পদ মর্যাদা রয়েছে। কোনো ব্যারিস্টার লক্ষ টাকা আয় করে , কোনো ব্যারিস্টার পাঁচশ' টাকাও যায় করেনা। বলা হবে ভাগ্য। পড়াশোনা না করলে বলা হবে ড্রামা অনুযায়ী এদের ভাগ্য হল এইরকমই। পড়াশোনা অনুসারে পদ লাভ হবে। ভবিষ্যতে তোমাদের পুরো সাক্ষাৎকার হবে। বলবেন তোমাদের জন্যে এত পরিশ্রম করা হল তবুও তোমরা পড়লে না। এবারে দন্ড ভোগ করতে হবে। জন্ম জন্মান্তরের দণ্ডের সাক্ষাৎকার হয়। কর্মাতীত অবস্থায় যেতে হলে শেষের দিকে সবকিছু দেখতে পাবে। এমন এমন কর্মের দন্ড হল এই - এইরকম। দণ্ডের সাক্ষাৎকারও করানো হয়। এখন তোমরা জানো আমরা আত্মারা হলাম সন্তান। ভক্তি মার্গে প্রেমিকার প্রেমিক রূপে ছিলাম। এখন তো ওঁনাকে কাছে পেয়েছি। এই প্রেমিকার কাছে কি প্রাপ্তি হয় ? ওহো ! তিনি আমাদের স্বর্গের মালিক করেন। তোমরা এখন বাবা এবং বর্সাকে জেনেছ , তাই বাবা বলেন যে আসবে তাকে বোঝাও -- তোমাদের দুইজন পিতা আছে -- এক হল দেহের , দ্বিতীয় জন বেহদের অর্থাৎ আত্মার। বেহদের পিতার কাছে ২১ জন্মের সুখের অধিকার প্রাপ্ত হয়। রাবণের রাজ্যে অনেক দুঃখ আছে তাই বাবাকে স্মরণ করে -- হে দুঃখ হর্তা সুখকর্তা আসুন। এই কথা কত সহজ । শুধু ব্রহ্মার মুখ দেখে মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যায়। প্রজাপিতা ব্রহ্মা কেউ তো হবেন তাইনা। নাহলে কথা থেকে আসবে। বী. কে. দের প্রুফ দেবে। আমরা বী. কে. বাবার কাছে বসে আছি। এই মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ আছে তো প্রজাপিতা ব্রহ্মাও এখানেই হবে।

বাবা বলেন -- মায়া তোমাদের সঙ্গে খুব যুদ্ধ করবে। বাবাকে স্মরণ করতে দেবেনা তাই খুব সাবধানে থাকবে। মায়া বাবার কাছ থেকে তোমাদের দূরে সরাবার পুরুষার্থ করবে। কিন্তু

তোমাদের দূরে সরা চলবে না। তোমাদের চরণ থাকবে নরকের দিকে এবং মুখ থাকবে স্বর্গের দিকে। এখন বৈকুন্ঠে যেতে হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহ পূর্ণ স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) পড়াশোনা ভালো ভাবে করতে হবে ও করাতে হবে। প্রকৃত প্রেমিক রূপে এক বাবার সঙ্গে রুহানী ভালোবাসা অনুভব করতে হবে। কোনো রকম বিকর্ম করবেনা।

২) কোনো রকমের বিঘ্ন বা বিপদের আগমন হলেও বাবার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেনা। বিঘ্ন গুলিকে পার করে বীর হতে হবে।

বরদান :- নির্মাণ স্বরূপের মহানত্ব দ্বারা সকলের আশীর্বাদ প্রাপ্তকারী মাস্টার সুখদাতা ভব।

ব্যাখা: মহান হওয়ার প্রমাণ হল নির্মাণ স্বরূপ, যত নির্মাণ স্বরূপ হবে ততো সবার হৃদয়ে স্বতঃই মহান হবে। নির্মাণ স্বরূপ সহজ ভাবে নিরহঙ্কারী করে দেয়। নির্মাণ স্বরূপের বীজ দ্বারা স্বতঃই মহানত্বের ফল প্রাপ্ত হয়। সকলের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করার সহজ সাধন হল নির্মাণ স্বরূপ। নির্মাণ স্বরূপ মহিমা যোগ্য করে। নির্মাণ স্বরূপের দ্বারা সবার মনে ভালোবাসার স্থান প্রাপ্ত করা যায়। সে আত্মা বাবা সম মাস্টার সুখদাতা রূপে পরিণত হয়।

স্লোগান - শ্রেষ্ঠ জীবনের অনুভব করার জন্যে নিশ্চয়ের ফাউন্ডেশন শক্ত হওয়া উচিত ।